মূল আরবি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

হাসান

ইবনু আলি রা.

জীবন ও কর্ম

খলিফা সিরিজ-৫

খলিফাতুল মুসলিমিন

হাসান ইবনু আলি রা.

জীবন ও কর্ম

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : আতাউল কারীম মাকসুদ

সম্পাদক : সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : ৫ অক্টোবর ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৪০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রোমেসা, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-7-1

Hasan Ibn Ali Ra.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাসুল ﷺ-কে ঘিরে দুটি শিশু খেলা করত, আনন্দ করত। তিনিও তাঁদের সঙ্গে বেশ মজা করতেন। মসজিদে নববিতে বিরাজ করত এক নুরানি পরিবেশ। সাহাবিগণ মনভরে উপভোগ করতেন জান্নাতি সেই দৃশ্য। দুটি শিশুই আমাদের বেশ পরিচিত। একজন হাসান রা.। অন্যজন হুসাইন রা.। তাঁদের পিতা আমিরুল মুমিনিন আলি রা.। মা জান্নাতি মহিলাদের সরদার ফাতিমা রা.।

ধীরে ধীরে তাঁরা বড় হলেন; কিন্তু রাসুল ﷺ তখন এই জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। বিদায়ের আগে সেই শিশুদের ব্যাপারে অনেক আশার বাণী ব্যক্ত করেছেন। উম্মাহকে জানিয়েছেন তাঁদের ফজিলত-মর্যাদা। উভয়ের কিছু ফজিলত বলেছেন একত্রে; আর কিছু কথা বলেছেন পৃথক পৃথক। বড় ভাই হাসানকে নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন। ছোট ভাই হুসাইন রা.-কে নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর বই লেখা হয়েছে; কিন্তু হাসানের বিষয়টি থেকে গেছে উপেক্ষিত। সৃজনশীল ও অঙ্গীকারবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনী এগিয়ে এসেছে শূন্যস্থান পূরণে। আশা করছি, বইটি পড়ে পাঠক নতুন পথের দিশা পাবেন। উম্মাহর প্রয়োজনে সাহাবিগণের অবদানের কথা আমরা নতুনভাবে জানতে পারব।

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। এই দেশের পাঠকের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। কালান্তর প্রকাশনী থেকে ইতিমধ্যে তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ড. সাল্লাবির সবগুলো বই অসাধারণ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে ধুলোবালুর আস্তরণ সরিয়ে উম্মাহর জন্য প্রয়োজনীয় কথাগুলো বের করে নিয়ে আসেন। ফলে একাধিক বই পড়ে যা পাওয়া যেত, শায়খ সাল্লাবির একটি গ্রন্থে একসঙ্গে পাওয়া যায় সেই মণিমুক্তাগুলো। কুড়িয়ে নিতে খুব একটা কষ্ট হয় না।

হাসান রা.-কে নিয়ে তিনি লিখেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। লিপিবদ্ধ করেছেন জান্নাতের সরদার হাসানের বিস্ময়কর জীবনী।

হুসাইনের জীবনীও শায়খ সাল্লাবি লিপিবদ্ধ করেছেন। অধমের কলমে অনূদিত হয়ে গ্রন্থটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি। এই গ্রন্থে শায়খ সাল্লাবি কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন। সংগতকারণে সেগুলো হতে কিছু কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শায়খ সাল্লাবি একটি কথাপ্রসঙ্গে একই গ্রন্থের কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। কলেবর সংক্ষেপণের স্বার্থে সবগুলো মিলিয়ে আমরা একটি উদ্ধৃতিগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। এ জন্য মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদে কিছু টীকা কম রয়েছে। আবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু টীকা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছি।

বইটি সম্পাদনা করেছেন আমার প্রিয় ছাত্র সালমান মোহাম্মদ। আল্লাহ তাকে সালমান ফারসি রা.-এর যোগ্য অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। মুহতারাম আবদুর রশীদ তারাপাশী ও কালান্তরের প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাই বইটি আগাগোড়া বার বার পাঠ করে নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন। প্রুফ সমন্বয় করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

গ্রন্থটি আমি উৎসর্গ করছি—চালচুলোহীন এই জীবন যার উসিলায় সুসজ্জিত বাগানে পরিণত হলো এবং দেখতে দেখতে বাগানে একটি ফুল ফুটল, তাঁর সফলতা ও কল্যাণ কামনায়।

গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। রোজ কিয়ামতে জান্নাতের সরদার হাসান ও হুসাইনের সঙ্গে আমাদের যেন সাক্ষাৎ হয়, সেই প্রত্যাশা রাখি। আল্লাহুম্মা আমিন।

আতাউল কারীম মাকসুদ
জামিআ ইউসুফ বানুরি রাহ. ঢাকা
১০ জানুয়ারি ২০২০

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

জন্ম থেকে খিলাফত # ২২

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ, উপনাম, গুণাবলি ও নবিযুগে তাঁর পরিবার # ২৩

এক	: নাম, বংশ ও উপনাম	২৩
দুই	: জন্ম, নামকরণ, উপাধি, নামকরণে নবিজির প্রজ্ঞা	২৩
তিন	: হাসানের কানে রাসুলের আজান	২৭
চার	: তাহনিক	২৯
পাঁচ	: হাসানের মাথা মুণ্ডানো	৩০
ছয়	: আকিকা	৩০
সাত	: খতনা	৩২
আট	: উম্মু ফজলের দুধপান	৩৩
নয়	: বিয়েশাদি	৩৫
দশ	: হাসানের সন্তানাদি	৪২
এগারো	: ভাই-বোন	৪৫
বারো	: চাচা ও ফুফু	৪৮
তেরো	: মামা ও খালা	৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাসানের সম্মানিতা মা সাইয়িদা ফাতিমা রা. # ৫৯

এক	: মোহর ও উপঢৌকন	৫৯
দুই	: বাসর	৬০
তিন	: ওয়ালিমা	৬১

চার : পারিবারিক হালচাল ৬১
পাঁচ : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ধৈর্য ৬৩
ছয় : ফাতিমার প্রতি নবিজির ভালোবাসা ৬৪
সাত : সত্যবাদিতা ৬৬
আট : দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর নেতৃত্ব ৬৬
নয় : আবু বকর, ফাতিমা ও রাসুলের মিরাস ৬৭
দশ : আবু বকরের সঙ্গে ফাতিমার উদারতা ৬৮
এগারো : ফাতিমার মৃত্যু ৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নানা মুহাম্মদ ﷺ-এর চোখে হাসান রা. # ৭২

এক : রাসুলের ভালোবাসা ও দয়া ৭২
দুই : রাসুলের সঙ্গে হাসানের শারীরিক সাদৃশ্য ৭৯
তিন : হাসান ও হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সরদার ৮১
চার : রাসুলের দুটি ফুল ৮৩
পাঁচ : দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর নেতৃত্ব ৮৪
ছয় : হাসান ও হুসাইনের চিকিৎসা ৮৬
সাত : হাসান রা. বর্ণিত হাদিস ৮৭
আট : হাসানের মুখে রাসুলের প্রশংসা ৯৫
নয় : পবিত্রতার ঘোষণা-সংবলিত আয়াত ও বস্ত্রাবরণের ঘটনা ৯৮
দশ : মুবাহালার আয়াত ও নাজরানের প্রতিনিধিদল ১১০
এগারো : হাসানের ওপর পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব ১১২
বারো : হাসানের ওপর সামাজিক প্রভাব ১১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে হাসান রা. # ১১৫

এক : আবু বকরের যুগে হাসানের মর্যাদা ১১৫
দুই : উমরের যুগে হাসান রা. ১৪০
তিন : উসমান ইবনু আফফানের যুগে ১৪৮
চার : পিতা আলির শাসনামলে হাসান রা. ১৭৬
পাঁচ : সিফফিনযুদ্ধ ১৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়আত থেকে ইনতিকাল # ২২৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসানের হাতে বায়আত # ২২৭

এক : আলি রা. কর্তৃক হাসানকে খলিফা নিযুক্তির বর্ণনা মিথ্যা ২২৯
দুই : ইমামতের ব্যাপারে শিয়া ইসনা আশারিয়াদের দলিল ২৩৯
তিন : হাসানের খিলাফতের সময়সীমা ও তাঁর খিলাফতের ব্যাপারে ... ২৪২
চার : হাসানের নামে কিছু মিথ্যা বক্তব্য ২৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাসানের বিশেষ গুণাবলি ও সামাজিক জীবন # ২৫৮

এক : বিশেষ গুণাবলি ২৫৮
দুই : হাসানের সামাজিক জীবন ২৯৫
তিন : হাসানের বাণী, বয়ান ও উপদেশ ৩১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাসানের খিলাফতকালে কিছু মহান ব্যক্তি # ৩৬৩

এক : কায়েস ইবনু সাআদ ইবনু উবাদা ৩৬৪
দুই : উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব আল হাশিমি ৩৯০
তিন : আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ইবনু আবি তালিব রা. ৪০২
চার : আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের দান ও বদান্যতা ৪০৯
পাঁচ : মুআবিয়ার সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের সম্পর্ক ৪২১
ছয় : আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের গান শ্রবণ ৪২৪
সাত : আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের ইনতিকাল ৪২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার সঙ্গে হাসানের সন্ধি # ৪২৬

এক : সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট ৪২৮
দুই : সন্ধির ব্যাপারে শুরতাতুল খামিসের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৪১
তিন : সন্ধির ব্যাপারে আলির যুগের আমিরদের মনোভাব ৪৪৩
চার : খিলাফতের দায়িত্ব থেকে হাসানের অব্যাহতি এবং মুআবিয়ার ... ৪৪৪

পাঁচ	: সন্ধির মূল কারণ ও প্রেক্ষাপট	৪৪৭
ছয়	: আলির শাহাদাতবরণ	৪৬০
সাত	: মুআবিয়ার ব্যক্তিত্ব	৪৬১
আট	: ইরাক ও কুফার বাহিনীর অস্থিরতা	৪৬৭
নয়	: মুআবিয়া বাহিনীর শক্তি	৪৭১
দশ	: সন্ধির শর্তাবলি	৪৭৩
এগারো	: আলি রা.-কে গালমন্দ করা	৪৮৩
বারো	: উসমান-হত্যায় মুআবিয়ার অবস্থান	৪৯১
তেরো	: সন্ধির ফল	৪৯২
চৌদ্দ	: মুআবিয়া রা. কি ১২ জন খলিফার অন্তর্ভুক্ত	৫০১
পনেরো	: হাসান রা. দুর্বলতার কারণে সন্ধি করেছেন, নাকি...	৫০৩
ষোলো	: রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে হাসানের অনীহা	৫০৮
সতেরো	: সন্ধি-পরবর্তী হাসানের জীবন	৫১২
আঠারো	: মুআবিয়ার ওপর হাসানকে বিষপান করানোর অভিযোগ	৫১৬
ঊনিশ	: হাসানের স্বপ্ন	৫২০
বিশ	: জীবনের শেষ দিনগুলো	৫২১
একুশ	: জান্নাতুল বাকিতে দাফন	৫২৭
বাইশ	: বয়স ও ইনতিকাল সন	৫২৯

উপসংহার # ৫৩১

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে হিদায়াত প্রত্যাশা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দ কৃতকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না; আর যাকে পথহারা করেন কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার সঙ্গিনীকে; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [সুরা নিসা : ০১]
>
> হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার রব, তোমার মহিয়ান সত্তা আর বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। তোমার প্রশংসা—যাবৎ-না তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ। তোমার প্রশংসা—যতক্ষণ-না তুমি রাজি হচ্ছ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রাসুল ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের বিস্তারিত পর্যালোচনামূলক একটি গ্রন্থ। এ বিষয়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যেমন : *সিরাতুন নববি, জীবন ও কর্ম : আবু বকর সিদ্দিক রা., জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা., জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনু আফফান রা., জীবন ও কর্ম : আলি ইবনু আবি তালিব রা.* প্রভৃতি।[১] এ গ্রন্থের নাম রেখেছি *আমিরুল মুমিনিন হাসান ইবনু আবি তালিব : জীবন ও কর্ম*। এ গ্রন্থে আমিরুল মুমিনিন হাসানের জন্ম থেকে নিয়ে শহিদ হওয়া পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর নাম, উপনাম, গুণ, উপাধি, রাসুল ﷺ কর্তৃক তাঁর নামকরণ, রাসুল ﷺ কর্তৃক তাঁর কানে আজান দেওয়া, মাথা মুণ্ডানো, আকিকা, দুধমাতা উম্মু ফজল, তাঁর স্ত্রী, বিয়েশাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিসের বিশ্লেষণ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর সন্তানাদি, ভাইবোন, তাঁর চাচা, ফুফু, মামা, খালা এবং বিশেষ করে তাঁর মুহতারামা আম্মাজান ফাতিমার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর বিয়ের মোহর, উপঢৌকন, ওয়ালিমা, বাসর, জীবনোপকরণ, দুনিয়াবিমুখতা, ধৈর্য, তাঁর প্রতি রাসুলের ভালোবাসা, তাঁর জন্য রাসুলের আত্মগরিমা, দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া ফাতিমার সঙ্গে আবু বকরের সম্পর্ক, রাসুলের মিরাস এবং ফাতিমার মৃত্যুর বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। রাসুলের চোখে হাসানের মর্যাদার কথাও আলোচিত হয়েছে। রাসুল ﷺ কর্তৃক তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর সঙ্গে নবির হাসাহাসি, শিশুদের সঙ্গে রাসুলের আচরণ—যেমন : শিশুদের আদর করা, চুমু খাওয়া, তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, তাদের বিভিন্ন হাদিয়া প্রদান করা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করা ইত্যাদি।

রাসুলের সঙ্গে হাসানের সাদৃশ্য হওয়ার বিষয়টিও এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। হাসান ও হুসাইন রা. জান্নাতি যুবকদের সরদার হওয়া, রাসুল ﷺ বন্ধু বলে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া, হাসানের মাধ্যমে বিবদমান দুটি দলের মধ্যে মীমাংসা হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, রাসুলের ব্যাপারে হাসানের বর্ণনা, হাসানের মুখে রাসুলের গুণাবলি, এ সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি হাসানের ফজিলত, যেমনটি পবিত্রকরণের আয়াত[২] এবং পোশাক পরানোর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা-ও উল্লেখ করেছি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং শিয়াদের মধ্যে আহলুল বায়ত সম্পর্কিত আয়াতের উদ্দেশ্য নিয়ে মতপার্থক্য এবং খাইরুল কুরুনের আলিমগণের বর্ণনার আলোকে এর বিশুদ্ধ

[১] গ্রন্থগুলো অনূদিত হয়ে কালান্তর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক।

[২] সুরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াত, যেখানে আল্লাহ তাআলা আহলে বায়তের অপবিত্রতা দূরীভূত করে তাদের পবিত্র রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। — অনুবাদক।

তাফসির তুলে ধরেছি। মুবাহালাসংক্রান্ত[৩] আয়াত, খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল, এগুলোর সঙ্গে হাসানের সম্পর্কের কথাও আলোচনা করেছি। হাসানের ওপর পারিবারিক শিক্ষা ও তাঁর শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে তখনকার সামাজিক অবস্থা কেমন প্রভাব ফেলেছে তা তুলে ধরেছি।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে হাসান রা.-এর জীবনকাল কেমন কেটেছে, এ বিষয়ে পৃথক একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আবু বকরের যুগে হাসানের অবস্থান এবং সে সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। এভাবে উমর, উসমান ও আলির যুগ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। খিলাফতে রাশিদার শাসনবিধি সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ইসলামি বিষয়াদি অনুধাবনের যোগ্যতা এবং খলিফাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতার ব্যাপারে আমি দৃষ্টিপাত করেছি। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনযুদ্ধের ঘটনা এবং উভয় যুদ্ধে হাসানের অবস্থান সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছি।

আলির শহিদ হওয়া, হাসান ও হুসাইনের জন্য তাঁর অসিয়ত, তাঁর হত্যাকারীর অঙ্গ বিকৃতকরণে নিষেধ করা, পিতা শহিদ হওয়ার পর ছেলে হাসানের বক্তব্য, মুআবিয়ার কানে আলির মৃত্যুসংবাদ, হাসানের হাতে লোকদের বায়আত, বায়আত হওয়ার জন্য শর্ত, তাঁর খিলাফতের ব্যাপারে নসের ভুল ব্যবহার, মজলিসে শুরার মাধ্যমে তাঁকে খলিফা নির্বাচন করা, তাঁর খিলাফতের মেয়াদ, তাঁর খিলাফত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত ও অবস্থান নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

খিলাফতের মেয়াদ ৩০ বছর—এমন পূর্বাভাস দিয়েছিলেন রাসুল ﷺ। এটি হাসানের খিলাফতের মেয়াদসহ পূর্ণতা পেয়েছে। তাই তিনিও খুলাফায়ে রাশিদিনের অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম তিরমিজি রাসুলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

> আমার উম্মাহর মধ্যে খিলাফত (খিলাফতে রাশিদা) ৩০ বছর থাকবে, তারপর চালু হবে বাদশাহি শাসন (বংশীয় খিলাফত)।[৪]

এ হাদিসের আলোচনায় ইমাম ইবনু কাসির রাহ. বলেন, হাসানের খিলাফতের মেয়াদসহ খিলাফত ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কারণ, মুআবিয়ার হাতে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে। আর তখনই রাসুলের ইনতিকালের ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কারণ, হিজরতের ১১শ বর্ষে রবিউল আউয়াল

---

[৩] দুজন ব্যক্তি যখন পরস্পরবিরোধী দাবি করে এবং নিজের বক্তব্যই সঠিক ও অপরের বক্তব্য মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তখন তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর গজব কামনা করতে পারে এই বলে যে, 'আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর যেন আল্লাহর গজব নাজিল হয়, এটাকে মুবাহালা বলে।—সম্পাদক।

[৪] *সুনানিত তিরমিজি—তুহফাতুল আহওয়াজি* : ৬/৩৯৫।

মাসে রাসুল ﷺ ইনতিকাল করেছেন। আর এটি রাসুলের সত্যনবি হওয়ার একটি প্রমাণ।[৫] এ জন্য হাসান রা. হলেন পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ।[৬]

মুসনাদু আহমাদে সাফিনার বরাতে উল্লেখ আছে; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> আমার পর খিলাফতে রাশিদা থাকবে ৩০ বছর, তারপর খিলাফতের বংশীয় ধারা চালু হয়ে যাবে।[৭]

আবু দাউদে হাদিসটি এভাবে এসেছে,

> নবুওয়াতের খিলাফত রাসুলের ইনতিকালের পর ৩০ বছর পর্যন্ত থাকবে। তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে কর্তৃত্ব দান করবেন।[৮]

রাসুলের পর ৩০ বছর খলিফা ছিলেন প্রসিদ্ধ চার খলিফা ও হাসান রা.। 'আমার উম্মাহর মধ্যে খিলাফতে রাশিদা ৩০ বছর থাকবে'—এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আলিমগণ একমত যে, আলির ইনতিকালের পর হাসানের খিলাফত নববি খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তার পরিপূরক। কিছু আলিমের বক্তব্য উল্লেখ করছি :

১. কাজি ইয়াজ রাহ. বলেন, ৩০ বছরের মধ্যে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হাসানের হাতে বায়আতও সে সময়ের মধ্যে হয়েছে। হাদিসে উল্লেখ আছে, 'আমার পর খিলাফত থাকবে ৩০ বছর।' অন্য বর্ণনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে এভাবে, 'নবুওয়াতের আদলে খিলাফত থাকবে ৩০ বছর, তারপর বংশীয় খিলাফত চালু হবে।'[৯]

২. আবুল ইজ হানাফি রাহ. বলেন, আবু বকরের খিলাফতের মেয়াদ ছিল ২ বছর ৬ মাস, উমরের সাড়ে ১০ বছর, উসমানের ১২ বছর এবং আলির খিলাফতের মেয়াদ ছিল ৪ বছর ৯ মাস। আর হাসানের খিলাফত ছিল মাত্র ৬ মাস।[১০]

৩. ইবনু কাসির রাহ. বলেন, হাসান রা. খলিফায়ে রাশিদ হওয়ার দলিল হলো *দালায়িলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে উল্লেখকৃত হাদিস, যা সাফিনার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে; রাসুল ﷺ বলেন, 'আমার পর খিলাফত থাকবে ৩০ বছর।' যা

---

[৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/১৩৪।

[৬] *মারবিয়াতু খিলাফাতি মুআবিয়া*, খালিদ আল-গায়স : ১৫৫।

[৭] *ফাজায়িলুস সাহাবা* : ২/৭৪৪।

[৮] *সুনানু আবি দাউদ* : ২/৫১৫।

[৯] *শারহুন নাবাবি* : ১২/২০১।

[১০] *শারহুত তাহাবিয়া* : ৫৪৫।

হাসানের খিলাফতসহ ৩০ বছর পূর্ণ হয়।[১১]

৪. ইবনু হাজার হাইতামি রাহ. বলেন, রাসুলের হাদিসের আলোকে প্রমাণিত হয়, হাসান রা. পঞ্চম খলিফায়ে রাশিদ। তাঁর পিতা আলি রা. শহিদ হওয়ার পর কুফাবাসীর বায়আতের মাধ্যমে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। ৬ মাসের কিছু বেশি সময় তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এর মাধ্যমে রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসুল ﷺ বলেন, 'আমার পর ৩০ বছর খিলাফতব্যবস্থা চালু থাকবে।'[১২] আর হাসানের খিলাফতের ৬ মাস নিয়েই সেই ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে।[১৩]

হাসান রা. খুলাফায়ে রাশিদিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে আলিমগণের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হলো। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, হাসানের খিলাফত সত্য ছিল এবং নবুওয়াতের আদলে খিলাফতের মেয়াদ পূর্ণতার জন্য তাঁর খিলাফতও অংশবিশেষ ছিল, যে ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন—'নবুওয়াতের আদলে খিলাফত থাকবে ৩০ বছর।'

এ ছাড়া হাসানের দিকে কিছু বক্তব্য ভুলভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। বলা হয়, বিভিন্ন মজলিসে তিনি এ সকল বক্তব্য প্রদান করেছেন। সেগুলোর অসারতা সম্পর্কে আলিমদের বক্তব্য এবং যেসব গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ হয়েছে, তা-ও উল্লেখ করেছি। যেমন : আবুল ফারাজ ইসফাহানির *কিতাবুল আগানি*। এ গ্রন্থে ইসলামের প্রথম যুগের কিছু ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এ গ্রন্থটি সাহিত্যধারায় লিখিত এবং অশ্লীল গালগল্প, সংগীত ও বিনোদনধর্মী রচনায় ভরপুর; ইতিহাস, ফিকহ বা ইলমি গ্রন্থ হিসেবে এর কোনো স্থান নেই। সাহিত্যমোদীদের কাছে এ গ্রন্থের বেশ কদর রয়েছে।

ইসফাহানি সম্পর্কে আলিমদের বক্তব্য বর্ণনা করেছি। তাঁর ব্যাপারে আলিমগণের অনাস্থা, তাঁকে দুর্বল মনে করা এবং বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাঁর খিয়ানত সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করেছি। দলিল-প্রমাণের আলোকে বলেছি—গ্রন্থটি কোনো ইলমি, আরবিসাহিত্য ও ইতিহাস-বিষয়ে সর্বশেষ ভরসা হতে পারে না। আমাদের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাই এ গ্রন্থ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

সাহাবিগণের ইতিহাস ভুলভাবে উপস্থাপনকারী আরেকটি গ্রন্থ হলো *নাহজুল বালাগাহ*। এ গ্রন্থের সনদ ও মতনে বহু সমস্যা রয়েছে। আলির ইনতিকালের প্রায়

---

[১১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/১৩৪।

[১২] *আস-সাওয়ায়িকুল মুহাররাকাহ আলা আহলির রাফজি ওয়াজ জালালি ওয়াজ জানদাকাহ* : ২/৩৯৭।

[১৩] *আকিলাতু আহলিস সুন্নাহ ফিস সাহাবা* : ২/৭৪৭।

সাড়ে ৩০০ বছর পর এটা লেখা হয়েছে। তা ছাড়া বর্ণনার সনদ উল্লেখ করা হয়নি। শিয়াদের মতে এ গ্রন্থের লেখক শরিফ রাজি। মুহাদ্দিসগণের মতে সে নির্ভরযোগ্য আলিম নয়। এ ছাড়া সনদ উল্লেখ না করে বিদআতের পক্ষাবলম্বনকারী তার বর্ণনাগুলো উল্লেখ করলে কীভাবে এসব বিশ্বাসযোগ্য হবে? *নাহজুল বালাগাহ* গ্রন্থে সে এমনটিই করেছে! এসব বানোয়াট বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে তার ভাই আলি তৈরি করেছে। *নাহজুল বালাগাহ* সম্পর্কেও আলিমগণের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করেছি।

সাহাবিগণের বিষয়ে *নাহজুল বালাগাহর* বক্তব্য থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। তাতে বর্ণিত আকিদা, শরিয়াহর হুকুম-আহকাম ও সাহাবিগণ-সম্পর্কিত আলোচনা কুরআন-সুন্নাহর নিক্তিতে পাঠককে বিচার করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে মিল আছে এমন বিষয়গুলো গ্রহণ করবে; আর কুরআন-সুন্নাহবিরোধী বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে। *কিতাবুল আগানি* এবং *নাহজুল বালাগাহ* গ্রন্থদ্বয়ে অনেক অবাস্তব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে কোনো বিষয়ে কেবল এগুলোর ওপর ভরসা করা উচিৎ হবে না।

হাসানের মহৎ গুণাবলি ও তাঁর আচরিত সামাজিক জীবন সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। সৃষ্টিগতভাবে তাঁর ব্যক্তিসত্তায় নেতৃত্বের গুণ ছিল, সেটাও প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তাঁকে এ মহৎ গুণ দান করেছিলেন। তাঁর মহৎ গুণাবলির অন্যতম ছিল দূরদর্শিতা ও যেকোনো বিষয়ের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। প্রচুর মানুষকে তিনি অনায়াসে সামলে নিতে পারতেন। সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন। হাসানের সংশোধনমূলক কার্যক্রমের আলোচনায় তাঁর এসব গুণ স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর আরও কিছু মহৎ গুণ ছিল—যেমন : কুরআন-সুন্নাহর গভীর ব্যুৎপত্তি, ইবাদতে মনোযোগ, দুনিয়াবিমুখতা, দান-সাদাকা, ন্যায় ও বদান্যতা, সমাজের মানুষকে অকাতরে দান করা—ছোট-বড়, ধনী-গরিব, নিকট-দূরের আত্মীয় কোনোপ্রকার বৈষম্য ছাড়াই তিনি দান করতেন। দান-সাদাকা, দয়া ও ইহসানের গুণে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। কবি যেন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে পঙ্‌ক্তিগুলো বলেছেন,

আমাকে আনন্দিত করে মহৎ গুণাগুণ,
যেমন মুসাফিরকে আনন্দিত করে তার বাড়ি ফেরার আনন্দ।
এবং আমাকে আনন্দিত করে তাঁর ঈর্ষণীয় গুণাগুণ ও মাহাত্ম্য,
যার সামনে আমার মাথা ঝুঁকে যায়।
তোমাকে যদি উত্তম কোনো গুণ দেওয়া হয়,
তাহলে জেনে রেখো, পরম দাতাই তোমাকে নির্বাচন করেছেন।
কেননা, কোনো মানুষের ভাগ্যে জুটেছে সম্পদ
আর তোমাকে দেওয়া হয়েছে উত্তম চরিত্র।

তাঁর আরও মহৎ গুণ ছিল—যেমন : সহনশীলতা, বিনয়, নেতৃত্বের যোগ্যতা ইত্যাদি। নেতৃত্বের গুণাগুণ সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছি। রক্তপাত ঘটিয়ে ও প্রভাব বিস্তার করে কখনো নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। জনগণকে অধিকার-বঞ্চিত করে নেতা হওয়া যায় না; বরং জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই প্রকৃত নেতা হওয়া যায়। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও রক্তপাত এড়িয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তিনি আজও মহান হয়ে আছেন।

হাসানের সামাজিক জীবন সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। বিভিন্ন বাতিল ফিরকার মতবাদ খণ্ডনে তাঁর কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, নববি বংশের ঐতিহ্য রক্ষা, অসাদাচারী ব্যক্তির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার এবং অতিরিক্ত কথা না-বলা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন মহান মানুষের মন্তব্য, তাঁর বিভিন্ন খুতবা ও বয়ানের কিয়দংশও উল্লেখ করেছি; সঙ্গে সেগুলোর ব্যাখ্যাও করে দিয়েছি, যাতে সামগ্রিক জীবনে আমরা উপকৃত হতে পারি। তাঁর পাশে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের জীবনীও আলোচনা করেছি। বিশেষত কায়েস ইবনু সাআদ ইবনু উবাদা খাজরাজির আলোচনা করেছি। কারণ, সে সময় তিনিই প্রথম হাসানের হাতে বায়আত হয়েছিলেন। কায়েসই ছিলেন হাসানের সেনাবাহিনীর প্রধান।

এ ছাড়া উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের জীবনীও উল্লেখ করেছি। তিনিও তাঁর বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান ছিলেন, এমনকি তাঁর পিতার আমলেও তিনি বিভিন্ন এলাকার ওয়ালি[১৪] ছিলেন। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিত্বে কলঙ্ক-লেপন করতে অনেক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। আমি সেগুলো উল্লেখ করে প্রকৃত অবস্থা চিহ্নিত করে দিয়েছি। হাসানের অন্যতম উপদেষ্টা ও পরামর্শক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ইবনু আবি তালিব রা.। মুআবিয়ার সঙ্গে সন্ধিস্থাপনকালে হাসান রা. তাঁর সঙ্গেই পরামর্শ করেছিলেন। তিনি তাঁকে এ বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা আমি প্রয়োজনীয় মনে করেছি। এর মাধ্যমে সে সময়ের মানুষের অবস্থা ও রুচি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ হয়।

মুআবিয়ার সঙ্গে হাসানের সন্ধি-বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এটাকে আমি

[১৪] খিলাফত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূমিসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত থাকে, প্রতিটি প্রদেশ একটি উলাইয়াহ হিসেবে পরিগণিত হয়। ওয়ালি (গভর্নর) হচ্ছেন এমন পদস্থ ব্যক্তি, যাকে খলিফা খিলাফত-রাষ্ট্রের ভেতর কোনো একটি উলাইয়াহ বা প্রদেশে শাসক এবং আমির হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। ওয়ালি খলিফার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন। —সম্পাদক।

হাসানের মহান কৃতিত্ব মনে করি। তাই সন্ধি-বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে, প্রতিটি পদক্ষেপের প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ ও প্রেক্ষাপট নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণমূলক বর্ণনা এনেছি যেমন : মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদান, রক্তপাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা, মুসলমানদের ঐক্য টিকিয়ে রাখা, রাসুলের ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তবায়িত হওয়া, সন্ধির কারণ ও প্রেক্ষাপট-বিষয়ে নিয়ে হাসানের বক্তব্যের ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেছি। হাসানের বক্তব্যে শরিয়তের রুচি-প্রকৃতিসহ অনেক কিছু আলোচিত হয়েছে।

হাসান রা. ও মুআবিয়ার মধ্যকার চুক্তির শর্ত সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। সন্ধি দ্বারা উম্মাহর কতটুকু উপকার হয়েছে, এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। খিলাফতের মহান দায়িত্ব মুআবিয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়াটা ছিল হাসানের আকাশসম ব্যক্তিত্বের পরিচয়, তা আমি দলিল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি। এর মাধ্যমে হাসানের ব্যক্তিত্বের ধারণা পাওয়া যায়।

ইতিহাসের কিছু তথ্য ও বক্তব্য আমি খণ্ডন করেছি। যেমন : অনেকে মনে করেন, মুআবিয়ার আমলে বনু উমাইয়ার মিম্বারগুলো আলির সমালোচনায় মুখরিত ছিল। দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আমি তার অসারতা তুলে ধরেছি। কিছু ইতিহাসগ্রন্থে এগুলোর সত্যতা যাচাই ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে; আর বর্তমানে এগুলোই মানুষের কাছে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অথচ এগুলোর বর্ণনাসূত্র ও বক্তব্য সকল প্রকার সমস্যা ও প্রশ্ন থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। মুহাদ্দিস ও বরেণ্য ইতিহাসবিদগণের কাছে এগুলোর গুরুত্ব কতটুকু, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, সঠিক ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত, মুআবিয়া রা. আলি রা. ও আহলুল বায়তকে অনেক বেশি সম্মান করতেন।

কিছু গ্রন্থে মুআবিয়ার ব্যক্তিসত্তায় অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, তা নিয়েও বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছি। অনেকে বলেন, মুআবিয়া ও তাঁর সন্তান মিলে হাসানকে বিষ পান করিয়েছেন। এ বর্ণনার অসারতা ও বানোয়াট হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেছি। মদিনায় হাসানের জীবনযাপন এবং উম্মাহর অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠার আলোচনাও করেছি। কবির ভাষায়,

ফাতিমার বাগানে এমন দুটি সবুজ বৃক্ষ বেড়ে উঠেছে,
ফাতিমা ছাড়া এই পৃথিবীর কোনো বাগান তা পায়নি।
একজন জিহাদি কাফেলার আমির, আরেকজন ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু,
দুজনই তাঁর ছেলে।
হাসান রা. মুসলমানদের তখন রক্ষা করেছেন,
যখন উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।
সাময়িকভাবে হাসানই তখন তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

একপর্যায়ে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে গেছেন;
কিন্তু এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন।

সন্ধির পর মুআবিয়ার সঙ্গে হাসানের সম্পর্ক কেমন ছিল, হাসানের শেষজীবন, হুসাইনের জন্য তাঁর অসিয়ত, আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাচেতনা, আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা, শাহাদাত লাভ এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁর দাফন হওয়া সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি।

মুসলিম জাতির অবস্থা সংশোধনে একজন যোগ্য খলিফা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা হাসানের জীবনী থেকে স্পষ্ট হয়। হাসান রা. ছিলেন সংস্কারমূলক চিন্তার অধিকারী এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম ব্যক্তি। মতানৈক্যের সময় কর্মপন্থা, সামাজিক শান্তি ও সংশোধনের সময় করণীয় নির্ধারণে আমাদের জন্য তিনি উত্তম শিক্ষা রেখে গিয়েছেন। শরিয়তের রুচি-প্রকৃতি, আল্লাহর হাতে সবকিছু অর্পণ করা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না-করার জ্বলন্ত শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য শাসকগোষ্ঠী, বিভিন্ন দল ও সংগঠন এবং মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি আন্দোলনের দলসমূহের হাসানের এই সুমহান আদর্শ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা জরুরি। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, রক্তপাত বন্ধ করা, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও ঐক্যের শিক্ষা হাসানের জীবনী থেকে গ্রহণ করতে হবে। হাসান রা. খলিফায়ে রাশিদ। তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষাগ্রহণের নির্দেশটি রাসুলের মুখনিঃসৃত। রাসুল ﷺ বলেন,

> আমার পর তোমরা আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে।[১৫]

হাসানের জীবনী থেকে শিক্ষাগ্রহণকারীর সংখ্যা আমাদের সমাজে একেবারেই অপ্রতুল। আমাদের সংস্কৃতি হাসানের কর্মপন্থা ও সংশোধনী দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়; অথচ ইতিহাস হলো উম্মাহর জন্য জীবন্ত ডায়েরি, ভবিষ্যতের মাইলফলক। রাসুলের জীবনী আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেখান থেকে সমাধান নিতে হবে। খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীও অনেক সমৃদ্ধ। রাসুলের উম্মাহর ইতিহাসও অন্য সকল উম্মাহর তুলনায় সমৃদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং সে অনুপাতে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান গ্রহণ করা জরুরি। কুরআনুল কারিমে উল্লিখিত গল্প, রাসুলের সুন্নাহ ও দিকনির্দেশনা আমাদের জন্য মহান পাথেয়। সে-সবের আলোকে আমরা আমাদের জীবনব্যবস্থার সংশোধন করে উম্মাহর জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারব। অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমরা এ কথা জানিয়ে দিতে পারব

[১৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪/২০১; *সুনানিত তিরমিজি* : ৫/৪৪।

যে, রাসুলের শরিয়ত শেষ হয়ে যায়নি; আর কখনো শেষ হবে না। কুরআনুল কারিম কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ জন্য সকল বিষয়ে কুরআনুল কারিম ও রাসুলের শরিয়তের প্রতি আমাদের লক্ষ রাখা জরুরি।

হাসানের জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছি। তাঁর জীবনী উম্মাহর জন্য জীবন্ত শিক্ষা। তিনি সে-সকল মহান ইমামের অন্তর্গত, যাঁদের কথা, কাজ ও জীবনী থেকে উম্মাহ শিক্ষা নিতে পারে এবং নিজেদের জীবন তাঁদের আদলে ঢেলে সাজাতে পারে। তাঁর জীবনী ইমান, ইসলামি চেতনা ও রুচি-প্রকৃতির জীবন্ত ব্যাখ্যা। তাঁর জীবনী থেকে মতপার্থক্যের সময় সঠিক কর্মপন্থা আমরা শিখে নিতে পারি। সঠিক ও ভুল নির্ণয় করা, কুপ্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হওয়া, কুরআনুল কারিমের আলোকে জীবন পরিচালনা করা ও রাসুলের সুন্নাহ অনুসরণের শিক্ষা নিতে পারি।

২ সফর ১৪২৫—১১ এপ্রিল ২০০৪, রাত ১০টায় খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনী লেখা থেকে অবসর হই। আল্লাহর শোকর আদায় করছি। বরকত এবং কবুলিয়াতের প্রত্যাশী, তিনি যেন নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ ও নেক বান্দাদের সংস্রব দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেন। আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই; আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে, তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ০২]

এ গ্রন্থের মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীগ্রন্থ সিরিজ আমি পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। এ কথা দাবি করি না যে, খুলাফায়ে রাশিদিনের বিষয়ে আমিই সর্বাধিক সুন্দর করে লিখেছি। কবি বলেন,

গ্রন্থে থেকে যাওয়া সকল ভুলত্রুটি সংশোধন করার অনুমতি দিলাম,
তবে ইলম ও ইনসাফের আলোকেই করতে হবে।
আল্লাহই আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেন,
তাঁর রশিই আমি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরি।

আমার ওপর আল্লাহর সকল নিয়ামতের শুকরিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে আদায় করছি। আল্লাহর আল-আসমাউল হুসনার[১৯] অসিলায় কায়মনোবাক্যে দুআ করছি, তিনি যেন আমার এসব প্রচেষ্টা কবুল করেন, তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন। প্রত্যেকটি অক্ষরের প্রতিদান যেন আমার মিজানের পাল্লায় দিয়ে দেন। মহান এ কাজ সম্পাদনে

[১৯] সুন্দর সুন্দর নাম। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ওয়া লিল্লাহিল আসমাউল হুসনা'—নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, লেখক এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। —অনুবাদক।

সহযোগী সকল বন্ধুকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। পাঠকের কাছে আশা করছি, তাঁদের দুআয় এ অধমকে স্মরণ রাখবেন।

> হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তাওফিক দাও, যেন শোকর আদায় করতে পারি সেসব নিয়ামতের, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং করতে পারি এমন সৎকাজ, যা তুমি পছন্দ করো; আর নিজ রহমতে তুমি আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। [সুরা নামল : ১৯]

রাসুল ﷺ, সকল সাহাবি ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি অসংখ্য দুরুদ ও সালাম পেশ করছি। হে আল্লাহ, তোমার সত্তা সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। তুমিই সব প্রশংসার হকদার। তুমি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার সমীপেই আমার প্রত্যাবর্তন।

মহান রবের ক্ষমা ও দানের ভিখারি—
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি
২১ সফর ১৪২৫

প্রথম অধ্যায়

জন্ম থেকে খিলাফত

- নাম, বংশ, উপনাম, গুণাবলি ও নবিযুগে তাঁর পরিবার
- হাসানের সম্মানিতা মা সাইয়িদা ফাতিমা রা.
- নানা মুহাম্মদ ﷺ-এর চোখে হাসান রা.
- খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে হাসান রা.

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ, উপনাম, গুণাবলি ও নবিযুগে তাঁর পরিবার

এক. নাম, বংশ ও উপনাম

আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব ইবনু আবদিল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদে মানাফ আল হাশিমি আল কুরাইশি[১৭] আল মাদানি আশ শহিদ। রাসুলের দৌহিত্র ও দুনিয়ায় তাঁর জান্নাতি ফুল। জান্নাতি যুবকদের সরদার। রাসুলের মেয়ে ফাতিমার ছেলে। তাঁর পিতা আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিব রা.। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা. তাঁর নানি। খুলাফায়ে রাশিদিনের পঞ্চম খলিফা।

দুই. জন্ম, নামকরণ, উপাধি, নামকরণে নবিজির প্রজ্ঞা

হাসানের জন্মসন নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি হিজরি তৃতীয় বর্ষের রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কারও মতে শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮] অনেকের মতে আরও পরে তাঁর জন্ম হয়। লাইস ইবনু সাআদ বলেন, তৃতীয় হিজরির রমজানে ফাতিমার ঘরে তাঁর জন্ম; আর চতুর্থ হিজরির শাবান মাসের কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুসাইন রা. জন্মগ্রহণ করেন।[১৯]

আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আবদির রহিম আল বারকি বলেন, তৃতীয় হিজরির মধ্যরমজানে হাসান রা. জন্মগ্রহণ করেন। ইবনু সাআদ রাহ. *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে এমনই বলেছেন।[২০]

আলি রা. বলেন, হাসান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাঁর নাম রাখি 'হারব'। রাসুল ﷺ এসে বলেন, আমাকে আমার নাতি দেখাও; আর তার কী নাম রেখেছ? 'হারব' নামকরণের কথা শুনে তিনি বলেন, '"হারব" পরিবর্তন করে তোমরা "হাসান" রাখো।' হুসাইন জন্মগ্রহণ

[১৭] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৪৬।
[১৮] *নাসাবু কুরাইশ* : ১/২২। *আল-দাওহাতুন নাবাবিয়্যাহ* : ৭১।
[১৯] *আজ-জুররিয়াতুত তাহিরাহ* : ৬৯।
[২০] *আত-তাবাকাতুল কুবরা* : ১/১৩৬।

করলে তাঁর নামও পুনরায় 'হারব' রাখি। রাসুল ﷺ নাম ﷺ এসে বলেন, 'আমাকে আমার নাতি দেখাও; আর তার কী নাম রেখেছ?' বললাম, '"হারব" নাম রেখেছি।' এ কথা শুনে রাসুল ﷺ বলেন, 'তাঁর নাম রাখো "হুসাইন"।' তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে তাঁর নামও রাখি 'হারব' রাখি। রাসুল ﷺ বলেন, 'না, তাঁর নাম হলো "মুহাসসিন"।' তারপর রাসুল ﷺ বলেন, 'হারুন আ.-এর সন্তানদের নাম ছিল শাবার, শুবাইর ও মুশাব্বির। তাঁদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে আমি এদের নাম রেখেছি হাসান, হুসাইন ও মুহাসসিন।'[২১]

হাসান রা. জন্মের পর রাসুল ﷺ অনেক আনন্দিত হন। লোকেরা দলে দলে তাঁর পিতা-মাতাকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাতে আসে। পূর্ববর্তী যুগে সন্তান হলে পিতা-মাতাকে লোকেরা অভিনন্দন জানাতে আসত। হাসান বসরির কাছে নতুন সন্তান নিয়ে আসা হলে তিনি দুআ করতেন, 'নবাগত সন্তান আপনাদের পরিবারে বরকতময় হোক। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হোক। সে নেককাজের তাওফিকপ্রাপ্ত হোক এবং দীর্ঘজীবী হোক।'

আমরা দেখছি, রাসুল ﷺ হাসান-হুসাইনের নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলামপূর্ব সেই রীতিটি আমূল বদলে দিয়েছেন, যখন যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি অর্থের নামগুলোই রাখা হতো বেশি। তিনি হাসান-হুসাইনের জন্য সুন্দর ও তাৎপর্যময় নামগুলোই চয়ন করেন।[২২]

হাসানের উপাধি সাইয়িদ। স্বয়ং রাসুল ﷺ তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হাদিসে বর্ণিত;

> আমার এ সন্তান সাইয়িদ তথা নেতা। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের বিবদমান দুটি দলের মধ্যে সমঝোতা করে দেবেন।[২৩]

রাসুল ﷺ হাসানের নাম পরিবর্তন করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, নবাগত সন্তানের নামের ক্ষেত্রে সুন্দর ও উত্তম নাম নির্বাচন করতে হবে। পিতা-মাতার জন্য উচিত সন্তানের নাম নির্বাচনে আরবিভাষার শব্দ এবং শরিয়তসম্মত অর্থের প্রতি লক্ষ রাখা। সুন্দর, শ্রুতিমধুর, ভালো অর্থবোধক নাম নির্ধারণ করা, যা শরিয়তসম্মত অর্থ প্রকাশ করবে এবং সত্যগুণাবলি-প্রকাশক হবে, শরিয়তবিরোধী অর্থপ্রকাশক হবে না। যেমন : আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম; অথবা মন্দ অর্থ-প্রকাশক নাম।

সারকথা, মুসলিম পিতা-মাতা তাদের সন্তানের নাম রাখার আগে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করবেন, শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এটিই নিরাপদ ও উত্তম উপায়।

---

[২১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১/৯৮, ১১৮; *সহিহ ইবনু হিব্বান* ১৫/১৪১০।

[২২] *আল-হাসান ইবনু আলি ওয়া দাওরুহুস সিয়াসি* : ৬১।

[২৩] *সহিহ বুখারি* : ২/৩০৬।

এ জন্য বলা হয়, পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার তাদের জন্য আদর্শ মা নির্বাচন করা, ভালো নাম রাখা, তাদের সুন্দর শিষ্টাচারে গড়ে তোলা। আলিমগণ বলেন, সুন্দর নাম নির্বাচনের শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে—কখনো জায়িজ আবার কখনো মুসতাহাব। বিস্তারিত বলছি :

১. আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান নামকরণ করা মুসতাহাব

আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান এ দুটি নাম আল্লাহ সর্বাধিক পছন্দ করেন। রাসুল ﷺ থেকে আল্লাহর গোলামি ও দাসত্ব-প্রকাশক নামগুলো উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়া বিষয়ে হাদিস বর্ণিত আছে। এ সকল নামের বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষের দাসত্ব ও গোলামি প্রকাশে এ নামগুলো চিরন্তন সত্য, মানুষের দীনতা ও হীনতা-প্রকাশক। আবদুল্লাহ ইবনু উমর থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

> আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।[১৪]
>
> কারণ, এ দুটি নামের মধ্যে মানুষ আল্লাহর দাস হওয়ার বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়।

আল্লাহ তাঁর অনেক গুণবাচক নামের মধ্যে বান্দার দাসত্ব-প্রকাশে এ নামকেই পবিত্র কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾

> এবং এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদতে দাঁড়াল, তারা তার ওপর যেন ভেঙে পড়ছিল। [সুরা জিন : ১৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ﴾

রাহমানের বান্দা [সুরা : ফুরকান : ৬৩]

আরেক আয়াতে আল্লাহ উভয় নাম একসঙ্গে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

> বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে ডাকো বা রাহমানকে ডাকো, যে নামেই তোমরা (আল্লাহকে) ডাকো, (একই কথা, কেননা) সমস্ত সুন্দর নাম তো তাঁরই। [সুরা বনি ইসরাইল : ১১০]

রাসুল ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসের ছেলের নাম রেখেছেন আবদুল্লাহ। সাহাবিদের মধ্যে

[১৪] সহিহ মুসলিম : ২১৩২।

প্রায় ৩০০ জনের নাম ছিল আবদুল্লাহ। সাহাবিরা হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর প্রথম ভূমিষ্ঠ হওয়া নবজাতকের নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। ইতিহাসে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. নামে পরিচিত।[২৮]

২. নবি-রাসুলের নামে সন্তানের নাম রাখা

আদমসন্তানের মধ্যে তাঁরাই সর্বোত্তম মহামানব। তাঁদের চরিত্র সর্বোত্তম এবং তাঁদের আমল হলো সর্বাধিক পবিত্র। তাঁদের নামে নামকরণের দ্বারা তাঁদের চরিত্র স্মরণ হবে এবং তাঁদের মতো জীবনযাপনে সচেষ্ট হওয়া যাবে। আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নবিদের নামে নামকরণ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িজ। রাসুল ﷺ এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ। কারণ, তিনি তাঁর সন্তানের নাম রেখেছেন ইবরাহিম। নবিদের নামের মধ্যে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম সর্বোত্তম।[২৯]

৩. সাহাবি ও নেককারদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা

এ ক্ষেত্রে সাহাবিদের থেকে আমরা সুন্দর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সন্তান ছিল নয় জন। বদরযুদ্ধে যে-সকল সাহাবি শহিদ হয়েছেন, তিনি নিজ সন্তানদের মধ্যে অনেকের নামকরণের ক্ষেত্রে তাঁদের নাম বেছে নিয়েছেন। যেমন : আবদুল্লাহ, মুনজির, উরওয়া, হামজা, জাফর, মুসআব, উবায়দা, খালিদ।

৪. সুন্দর অর্থবোধক নাম নির্বাচন করা

এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত, আদবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যেমন : নামের শব্দগত কাঠামো এবং শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ শরিয়তসম্মত হতে হবে। এতে ওই সকল নাম বাদ পড়ে যাবে, যে নাম রাখা হারাম অথবা মাকরুহ—চাই শব্দগত কারণে হোক; অথবা অর্থগত কারণে হোক; অথবা উভয়টির কারণে হোক। আরবিভাষায় স্বীকৃত হলেও এমন নাম রাখা যাবে না। যেমন : স্বভাবগত পবিত্রতা-প্রকাশক নাম, তিরস্কার অথবা গালি-প্রকাশক কোনো নাম নির্বাচন করা। বরং উত্তম হলো সত্য অর্থপ্রকাশক নাম রাখা। রাসুল ﷺ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

৫. নবজাতকের জন্য যে-সকল নাম রাখা হারাম

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব-প্রকাশক নাম রাখা হারাম। এ ক্ষেত্রে পুরো উম্মাহ একমত। যেমন : আবদুর রাসুল, আবদুন নবি, আবদে আলি—অর্থাৎ,

---

[২৮] তাসমিয়াতুল মাওলুদ : ৩৩।

[২৯] প্রাগুক্ত : ৩৫, ৩৬।

আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিবের দাস, আবদুল হুসাইন, আবদুল আমির, আবদুস সাহিব ইত্যাদি। মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হওয়ার পরেও সে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর কাছে বিনয়ী, আল্লাহর দরবারে ফকির। সে কখনো ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে না। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। ফলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব-প্রকাশক নাম রাখা জায়িজ নয়।

২. অনারব কোনো নাম রাখা, যা কেবলই কাফিরদের জন্য নির্ধারিত। মুসলমানরা সর্বদা সকল বিষয়ে কাফিরদের থেকে দূরে থাকে, কাফিরদের ঘৃণা করে; কিন্তু আজকের এই সময়ে এই ফিতনা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় কাফিরদের নামে মুসলমানরা নিজ সন্তানদের নাম রাখতে শুরু করেছে। যেমন : পিটার, জারজিস, জর্জ, ডায়ানা ইত্যাদি। এটা মুসলমানদের অধঃপতনের বড় একটা কারণ। এভাবে কাফিরদের নামে নামকরণ করা যদি কেবলই মনোবাসনা পূরনের জন্য হয়ে থাকে, অন্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য না-ও থাকে, তবু তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক কবিরা গুনাহ।[২৭] শায়খ বকর ইবনু আবদিল্লাহ আবু জায়েদ *তাসমিয়াতুল মাওলুদ* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

তিন. হাসানের কানে রাসুলের আজান

হাসান রা. জন্মগ্রহণের পর রাসুল ﷺ তাঁর কানে সালাতের মতো আজান দেন। আবু রাফি রা. থেকে এ বিষয়ে হাদিস বর্ণিত আছে।[২৮] নবাগত সন্তানের কানে আজান দেওয়ার কারণ সম্পর্কে ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ. বলেন,

১. আজান হলো ইসলামের অন্যতম পরিচায়ক।

২. ইসলামকে সমুন্নত রাখার একটি মাধ্যম।

৩. নবজাতক জন্মের পর অবশ্যই কানে আজান দিতে হবে।

৪. হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আজানের আওয়াজ শুনতে পেলে শয়তান পলায়ন করে। শয়তান নবজাতককে একটি চিমটি দেয়। রাসুল ﷺ বলেন, 'সকল নবজাতককে শয়তান স্পর্শ করে, ফলে নবজাতক ক্রন্দন করা শুরু করে।[২৯] তবে মারইয়াম আ. ও তাঁর সন্তানকে চিমটি দিতে পারেনি।'[৩০]

---

[২৭] *তাসমিয়াতুল মাওলুদ* : ৪৭।

[২৮] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫/৫১০।

[২৯] *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* : ২/৩৮৫।

[৩০] *সহিহ বুখারি* : ৫/১৯৬। হাদিস : ৪৫৪৮।

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> আজানের আওয়াজ পেলে শয়তান ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে। আজানের আওয়াজ না-শোনার জন্য বাতকর্ম করে করে ছুটতে থাকে।[৩৯]

নবজাতক সন্তানের কানে আজান দেওয়ার আরও কয়েকটি কারণ ইবনুল কাইয়িমিল জাওজিয়া রাহ. উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

৫. নবজাতক জন্মের পরেই তার কানে যেন আল্লাহর বড়ত্ব ও একত্ববাদের বিষয়টি এবং কালিমাতুশ শাহাদাহ প্রবেশ করে, যেন, দুনিয়ায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইসলামের পরিচায়ক বিষয় জানিয়ে দেওয়া হলো। যেভাবে দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় কালিমার তালকিন[৪০] করার নির্দেশ করা হয়েছে।

৬. এ কথা অনস্বীকার্য, নবজাতক সন্তানের অনুভূতি না থাকলেও আজানের শব্দগুলো তার অন্তরে রেখাপাত করে। সে আল্লাহর বড়ত্বের কথা শুনতে পায়।

৭. এ ছাড়া আরও বেশ কিছু উপকার রয়েছে। যেমন : আজানের শব্দ শুনে শয়তানের পালিয়ে যাওয়া। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর শয়তান সেখানে উপস্থিত হয়, নবজাতকের জন্য আল্লাহ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে গবেষণা শুরু করে। ঠিক তখনই; অর্থাৎ শয়তান নবজাতকের কাছে প্রথম উপস্থিত হওয়ার সময়ই শয়তানকে এমন কিছু (আজান) শুনিয়ে দেওয়া, যা তাকে দুর্বল করে দেয় এবং তাকে ক্রোধান্বিত করে।

৮. আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আজান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেন শয়তানের কুমন্ত্রণার আগেই আল্লাহর বড়ত্বের বিষয়টি নবজাতক জেনে নিতে পারে। আল্লাহ মানুষকে ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা ও তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মানসিকতা দিয়েই সৃষ্টি করেন। শয়তান তা ধ্বংস করার আগেই যেন আল্লাহর কথা শুনতে পায়। এ ছাড়া আরও অনেক কারণ রয়েছে।[৪১]

রাসুলের সুন্নাহ হলো, নবজাতকের ডান কানে আজান দেওয়া আর বাম কানে ইকামত দেওয়া। আর এভাবেই একত্ববাদের পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সালাতের আহ্বান নবজাতক জীবনের শুরুতেই শুনতে পায়।[৪২]

---

[৩৯] *সহিহ বুখারি* : ১/১৭০। হাদিস : ৬০৭।

[৪০] তালকিন মানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মৃত্যুপথের পথিকের কাছে বার বার কালিমা উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কথা হাদিসে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ 'তালকিন' শব্দ উল্লেখ করেছেন। —অনুবাদক।

[৪১] *মানহাজুত তারবিয়াতুন নাবাবিয়্যাহ লিত-তিফলি।*

[৪২] *মাওসুআতু তারবিয়াতিল আজইয়ালিল মুসলিমাহ* : ৬৬।

চার. তাহনিক

তাহনিক একটি ইসলামি সংস্কৃতি। রাসুল ﷺ থেকে এ কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা রা. বলেন, 'মদিনায় কোনো নবজাতকের জন্ম হলে রাসুলের কাছে নিয়ে আসা হতো, তিনি তার জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাহনিক করে দিতেন।'[৩৫] এতে প্রমাণিত হয়, রাসুল ﷺ অবশ্যই হাসানের তাহনিক করেছেন।

আয়েশা সিদ্দিকার উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রাহ. বলেন, রাসুল ﷺ নবজাতকের জন্য বরকতের দুআ করতেন, তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য, নবজাতকের জন্য জীবনজুড়ে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তা বাড়তে থাকা। ভাষাবিদগণের মতে, তাহনিক বলা হয়, খেজুর অথবা মিষ্টিজাতীয় কোনো কিছু চিবিয়ে শিশুসন্তানের মুখে দেওয়া।[৩৬]

সম্ভব হলে আজানের পরপরই তাহনিক করবে। কোনো বুজুর্গ ও নেক মানুষ দ্বারা তাহনিক করানো উত্তম। সাহাবিদের জীবন থেকে এটিই বুঝে আসে। কারণ, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের রাসুলের কাছে নিয়ে আসতেন। খেজুর দিয়ে তাহনিক করা উত্তম। তবে খেজুর না পাওয়া গেলে মিষ্টিজাতীয় কোনো জিনিস দ্বারা তাহনিক করা যাবে। কারণ :

১. খেজুর হলো মায়ের দুধের মতো। নবজাতকের প্রয়োজনীয় সকল ভিটামিন খেজুরের মধ্যে রয়েছে।

২. নবজাতক স্বাদ আস্বাদনের শক্তিসহ জন্মগ্রহণ করে। খেজুর দ্বারা তাহনিক করলে তার শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং সে জিহ্বা নাড়াতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে মায়ের স্তন চুষে দুধ পান করা তার জন্য সহজ হয়।

৩. পাকস্থলি মিষ্টি জিনিসকে দ্রুত হজম করতে পারে। ফলে তাহনিক দ্বারা তার পাকস্থলিতে কোনো সমস্যা হবে না।[৩৭]

ড. ফারুক মুসাহিল নবজাতকের খাবার প্রসঙ্গে লেখেন, তাহনিক করার বিষয়টি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর একটি মহান মুজিজা, যা ১৪০০ বছর থেকে সকল ডাক্তার ও গবেষককে হতবাক করে রেখেছে। ডাক্তারদের মতে, নবজাতক সন্তান দুটি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এগুলো তার জীবনের জন্য শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায় :

- ক্ষুধার কারণে তার রক্তে সুগার লেভেল কমে যাওয়া।
- শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত কম হওয়া।[৩৮]

---

[৩৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৬।

[৩৬] *শারহুন নাবাবি।*

[৩৭] *মাওসুআতু তারবিয়াতিল আজইয়ালিল মুসলিমাহ* : ৬৮।

[৩৮] *মানহাজুত তারবিয়াতিন নাবাবিয়্যাহ* : ৬৪।